গাংনীতে বাশবাগান থেকে সদ্য ভুমিষ্ট নবজাতক উদ্ধার

মেহেরপুরর গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের একটি বাশবাগান থেকে সদ্য ভুমিস্ট এক নবজাতককে উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নবজাতকটির কান্নার আওয়াজ শূনতে পেয়ে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন এবং চিকিৎসা করান। তবে ওই নবজাতকের পরিচয় মেলেনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডাক্তার মাসুদুর রহমান জানান, আজ দুপুরে একটি নবজাতক শিশুকে নিয়ে আসেন মটমুড়া গ্রামের লোকজন। আমরা তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি। শিশূটির স্বাশকস্ট দেখাদিলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে রেফার্ড করেছি। নবজাতকটি কন্যা শিশু বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান, নবজাতক উদ্ধারের বিষয়টি শূনেছি, তবে ওই নবজাতকের পরিচয় জানার চেস্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে উদ্ধারকৃত নবজাতকটি চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গাংনীতে বিসিআইসি সার ডিলারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের বিরুদ্ধে সরকারি বরাদ্দকৃত সার অতিরিক্ত দামে বিক্রী ও ক্রেতাদের সাথে অসাদাচারণসহ নানা অভিযোগ উঠেছে।

‎ভুক্তভোগী কৃষকরা অভিযোগ করেন, বিসিআইসি ডিলার এনামুল হক প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সার না দিয়ে স্থানীয় খুচরা সার ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রী করে আসছেন বলে অভিযোগ করেছেন ।

‎‎তারা অভিযোগ করেন, স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের অনুগত আওয়ামীলীগ নেতা এনামুল হক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নিজ নামে এবং পরিবারের অন্য সদস্যের নামে বেনামে প্রায় কয়েকটি ডিলারের লাইসেন্স নিয়ে কৃত্তিম সার সংকট তৈরী করছেন। ‎সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে তিনি বরাদ্দকৃত সার অতিরিক্ত দামে ব্যবসায়িদের মাঝে বিক্রী করে আসছেন।

‎‎এবিষয়ে ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য নুরু ইসলাম বলেন, আমার এলাকার কৃষকরা সার না পেয়ে আমাকে জানান। কৃষকদের অনুরোধে সবার সম্মুখে বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি আমার সাথে খারাপ আচরণ করেন। এমনকি হুমকি দিয়ে বলেন, আপনি কিসের নেতা, আপনি বিএনপি’র আমজাদ ভাই, জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আসাদুজ্জামান বাবলুকে জানান। এছাড়াও বেগম খালেদা জিয়ার কাছে তার লোক আছে বলেও দম্ভোক্তি দেখান।

‎‎গাংনী উপজেলা উপসহকারী একাধিক কৃষি কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হক তার ইচ্ছামত ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সরকারি সার বাইরে বিক্রয় করছেন এবং প্রকৃত কৃষকদের দিচ্ছেনা, এমন ঘটনায় তাকে বলতে গেলে সে আমাদের সাথেও খারাপ আচরণ করে আসছে। আমরা সরকারি কর্মকর্তা এ কারণে মুখ খুলতে পারিনা।

‎‎এ ব্যাপারে ধানখোলা ইউনিয়নের বিসিআইসি ডিলার এনামুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি নুর ইসলামকে হুমকি দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, নুর ইসলাম অতিরিক্ত সার নেওয়ার জন্য আমাকে হুমকি দিয়েছে। সার ইউনিয়নের সাব ডিলাররা নিয়ে যায়। এছাড়া উপসহকারী কৃষি অফিসারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিক্রী করা হয়। অতিরিক্ত দামে কোন সার বিক্রী করা হয় না।

ধানখোলা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড যুগিন্দা গ্রামের সাব ডিলার মফিজুল ইসলাম জানান, বিসিআইসি ডিলাররা আমাদের বরাদ্দকৃত সার সঠিক ভাবে না দিয়ে কম দেয়। কিছু সার দিলেও তাদের নির্দেশনা মোতাবেক বিক্রী করতে হয়। এতে আমরাও সমস্যায় আছি। কৃষকদের চাহিদা পূরণ হয় না। ‎

‎এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলার কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন জানান, বিষয়টি শুনেছি, খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে,অনিয়ম হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও উপসহকারী কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, প্রকৃত কৃষকদের মাঝে সার বিক্রয় করার জন্য।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ ও সমাবেশ

পিআর পদ্ধতি চালু, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, সুষ্ঠু ভোটের পরিবেশ নিশ্চিতকরণসহ ৫ দফা দাবিতে গাংনীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল শুক্রবার বিকেলে একই দাবিতে গাংনী উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল গাংনী মডেল প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল ঘুরে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডা. রবিউল ইসলাম। এ সময় বক্তব্য রাখেন জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের শূরা সদস্য নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, পৌর জামায়াতের আমির আহসানুল হক প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য প্রার্থী নাজমুল হুদা বলেন, বিগত দিনে কালো টাকা, পেশিশক্তি দিয়ে ভোটকেন্দ্র দখলসহ বিভিন্ন কায়দায় ভোটারদের প্রভাবিত করা হয়েছে। তাই আগামী নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে পিআর পদ্ধতির নির্বাচনের জোর দাবি জানিয়ে আসছে। এই পদ্ধতিতে প্রার্থীর কোনো ছবি থাকবে না, শুধু প্রতীক থাকবে। এতে প্রার্থী কোনোভাবে কালো টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাব খাটাতে পারবে না। এজন্য দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে একটি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের জন্য পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৫ দফা দাবি জানিয়ে আসছে। সরকার এই দাবি মানলে আলহামদুলিল্লাহ, না মানলে রাজপথেই এই দাবির ফয়সালা হবে। জামায়াতে ইসলামী ঘোষিত ৫ দফা দাবি আদায় করেই আগামীতে ঘরে ফিরবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গাংনী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দেশকে যদি সুন্দর করতে হয়, বাংলাদেশকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিতে হয়, তবে জামায়াতের পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৫ দফা দাবি মেনে নিয়ে কার্যকর করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও

ইসলামী ছাত্র শিবিরের আদর্শ দেখে সারা দেশে জোয়ার উঠেছে, সাড়া পড়েছে। এদেশের ঘরে ঘরে জামায়াতের দুর্গ গড়ে উঠেছে। জামায়াতের ভোটের এই দুর্গ থেকে একটি পক্ষ নানাভাবে আবোল-তাবোল মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারছে।

গাংনীতে ভারতীয় ওয়ান শুটার গান ও গুলিসহ যুবক আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে একটি ভারতীয় ওয়ান শুটার গান ও দুই রাউন্ড গুলিসহ সুমন আহম্মেদ সৌমিক
(৩০) নামের এক যুবককে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১২ ক্যাম্পের সদস্যরা। আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে তিনটার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আটককৃত সুমন আহম্মেদ সৌমিক কাজিপুর গ্রামের বাদিয়াপাড়ার তাইজেল ইসলামের ছেলে।

মেহেরপুর সিপিসি-৩ র্যাব-১২ এর কোম্পানি কমান্ডার ওয়াহিদুজ্জামান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, সৌমিক নিজ বাড়িতে অস্ত্র রেখে অবস্থান করছে। পরে র্যাব সদস্যরা অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। তার দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর ভিত্তিতে একটি ভারতীয় ওয়ান শুটার গান ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।

রাতের আঁধারে গাংনীর

মোহাম্মদপুর মাঠ থেকে দুটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি

রাতের আঁধারে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামের ঘাট পাড়ার মাঠ থেকে দুটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার (কেভি) চুরি করেছে চোরের দল। ওই মাঠে এখন ধান, কলাই সহ বিভিন্ন সবজি ফসলের চাষাবাদের মৌসুম চলছে। ফসল চাষে কৃষকদের একমাত্র ভরসা বৈদ্যুতিক মোটর।

রাতের আঁধারে মোটরের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরি হওয়ায় চিন্তিত কৃষকেরা। আজ শুক্রবার রাতের কোন এক সময় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার চুরির এ ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, ঘাটপাড়ার এই মাটিতে প্রায় ৩০০ বিঘা জমির চাষাবাদ হয় বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে। মোটরের বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার রাতের আঁধারে চোরেরা চুরি করে নিয়ে যাওয়ায় ফসল উৎপাদনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষকরা।

ওই মাঠের কৃষক সোহেল রানা বলেন, আমার পাতাকপি, ধানসহ ১০ বিঘা জমিতে আবাদ রয়েছে এই মাঠে। এভাবে রাতের আঁধারে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ছোট ভাবে না দেখে এটির গভীর তদন্ত দরকার। একটি ট্রান্সফরমার পল্লী বিদ্যুৎ থেকে নিয়ে আসতে হলে পায়ের জুতা ক্ষয় হয় তারপর পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বামন্দী সাবজোনাল অফিসের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

তোপের মুখে অফিস ছেড়ে পালালেন

তহশিলদার!

জমির খাজনা ও নামজারিসহ ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিতে আসা ভূমি মালিকদের দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে। কাজ করে নিতে হাতে পায়ে ধরতে হচ্ছে তহশিলদারের। অনিয়মিত অফিসে আসা-যাওয়া ও সরকারের নির্ধারিত সময়ে অফিস না করা তহশিলদারের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীদের এমন অভিযোগ নিত্যদিনের। স্থানীয় এসিল্যান্ড ও ইউএনওকে বলেও কোন সুরাহা না পাওয়া ভুক্তভোগীরা ফুঁসে উঠলে অফিস ছেড়ে পালালেন ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা তহশিলদার। গোপনে মাইক্রোবাস ডেকে লাফিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আতিকুর রহমানের। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এমন ঘটনায় এলাকায় চরম চাঞ্চল্য ও হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ ঘটনার পর থেকে অফিস করছেন না এই কর্মকর্তা।

আতিকুরকে সরিয়ে দক্ষ একজন তহশিলদারকে এ অফিসে যোগদান করানোর দাবি জানান ভুক্তভোগীরা।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের তহশিলদার জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর অফিসের সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়ে। ১৫ দিন পরে চুয়াডাঙ্গার আতিকুর রহমান নামের একজন যোগদান করেন। তিনি যোগদানের পর থেকেই শুরু হয় ভূমি মালিকদের হয়রানি ও দুর্ভোগ। জেলার সর্ববৃহৎ ইউনিয়ন খ্যাত সাহারবাটীতে এসে ভূমি সেবা দিতে হিমশিম খেয়ে ওঠেন আতিকুর রহমান।

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি ইউনিয়নের সাধারণ মানুষকে ভূমি সংক্রান্ত কাজে নানা অজুহাতে হয়রানি করে আসছিলেন। ভূমি উন্নয়ন করের অনুমোদন কিংবা নামজারি কেসের রিপোর্ট দিতে গড়িমসি করতেন তিনি।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর একাধিক ভূমি মালিক জমি-জমা সংক্রান্ত কাজে অফিসে গেলে তিনি নামজারি কেসের রিপোর্টসহ অন্যান্য সেবা দিতে ব্যর্থ হন। এ সময় সাধারণ মানুষ তার কাছে কাজ সম্পন্ন না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের অফিস থেকে বের হয়ে যেতে বলেন।

এ সময় উপস্থিতরা তাকে প্রশ্ন করেন এটা সরকারি অফিস, আমরা যদি না আসি তাহলে আপনারা অফিস খুলে বসে আছেন কেন? আপনারা তো আছেন জনগণের সেবার জন্য। জবাবে আতিকুর রহমান ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, না,

আমি জনগণের সেবার জন্য নই, আমি আছি সরকারি অফিস রক্ষা করার জন্য।

এমন পরিস্থিতির পর কাজের চাপে ও জনগণের তোপের মুখে তিনি হঠাৎ অফিস ছেড়ে পালিয়ে যান। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জানা যায়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এখনো অফিসে আসেননি।

ভুক্তভোগী নাসির উদ্দিন, ইয়ারুল ইসলাম, আলী হোসেন, লিয়াকত, আব্দুল হামিদ, আনিসুর রহমান, শহিদুল, মুকুল মহরী, নজরুল মাস্টার, আনিস মাস্টার, তোফাজ্জেল, সাইফুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম ও এনায়েত আলীসহ অসংখ্য সেবাপ্রার্থী অভিযোগ করে বলেন, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আতিকুর রহমান যোগদানের পর থেকেই ভূমি মালিকরা প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জমির হোল্ডিং খোলা, নামজারি কেসের রিপোর্ট প্রদান, খাজনা পরিশোধসহ প্রতিটি কাজে ইউনিয়নবাসীকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তবে দ্রুত সময়ের মধ্যে দক্ষ একজন তহশিলদারকে এ অফিসে যোগদান করানোর দাবি জানান ভুক্তভোগীরা।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন বলেন, অফিসে একটু ঝামেলা হয়েছিল এমন কথা শুনেছি। তিনি মৌখিকভাবে অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন। যদি তিনি আর সেখানে যোগদান না করেন, তাহলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন বলেন, তিনি কেন অফিসে আসছেন না, সে বিষয়ে আমি জানি না। তবে বিষয়টি আমাদের কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলেছি।

গাংনীতে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, স্বামীর বিরুদ্ধে

অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে দুই সন্তানের জননী টলি খাতুন (৩৭) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে নিজ ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত টলি খাতুন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সবেদ আলীর মেয়ে। প্রায় ২ যুগ আগে তার বিয়ে হয় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সর্দারপাড়ার তাজুল ইসলামের সঙ্গে।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ, টলি খাতুনকে স্বামী তাজুল ইসলাম নির্যাতন করে হত্যা করেছে। পরে বিষয়টি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। নিহতের ফুফু মুর্শিদা খাতুন বলেন, টলির শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন আছে। গলায় দড়ির দাগ, পেটে মারধরের দাগ রয়েছে। তাকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। আমি তাজুলের ফাঁসি চাই।

অন্যদিকে নিহতের স্বামীর চাচা এনামুল হক দাবি করেন, তাজুল তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসত। বছর খানেক আগে সে তার মায়ের নামে থাকা জমি টলির নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে। ঘটনার আগের দিন টলি শাশুড়িকে ভাত খেতে দেয়নি, এ নিয়েই তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। এরপর টলি আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল।

গাংনী থানা পুলিশের ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আব্দুল করিম বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে টলি খাতুনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে এলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

গাংনীতে পলিথিন ব্যবহারে সতর্কমূলক জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না করে পলিথিন প্যাক ব্যবহারের অপরাধে দুই ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গাংনী বাজারে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন।

জরিমানাপ্রাপ্তরা হলেন, গাংনী চাউলপট্টি বাজারের ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম এবং থানা রোডের চাউল ব্যবসায়ী কায়েম উদ্দিন।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, পাটজাত মোড়কের ব্যবহার নিশ্চিত করতে গাংনী বাজারের চাউলপট্টি ও থানা রোড এলাকার একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তদারকি ও অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় পাটজাত মোড়কের ব্যবহার না থাকায় দুই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ম্যান্ডেটরি জুট প্যাকেজিং অ্যাক্ট-২০১০ এর ৪ ও ১৪ ধারায় দুই হাজার টাকা করে মোট চার হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

অভিযানে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম সহযোগিতা করে। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান প্রশাসনের ওই কর্মকর্তা।